প্রথম আলো

তারিখ 23 JAN 2015
পৃষ্ঠা ০৮ কলাম ০৫

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার আহ্বান চট্টগ্রাম পুলিশের

পুরস্কার পেলেন চারজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

হরতাল-অবরোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন নগর পুলিশ কমিশনার মো. আবদুল জলিল মণ্ডল। গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় নগর পুলিশের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। এ ছাড়া নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দেওয়ায় চারজনকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আবদুল জলিল মণ্ডল বলেন, 'আজ (গতকাল সোমবার) থেকে নগরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। হরতাল-অবরোধে নগরের বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও খোলা রাখা হোক। চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটছে। নগরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার যুক্তি নেই।' নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দেওয়ায় নগরবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

পুলিশ কমিশনার সংবাদ সম্মেলনে জানান, ৬ জানুয়ারি ২০-দলীয় জোটের হরতাল-অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে নগরের ১৬ থানায় ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নাশকতার অভিযোগে ৭৮টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি রয়েছেন ১ হাজার ৮৭৮ জন। এর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪৭৩ জনকে। তাঁদের মধ্যে ১০ আসামি বোমা হামলার কথা স্বীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

এদিকে নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দেওয়ায় গতকাল সংবাদ সম্মেলন শেষে চারজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এঁরা হলেন নগরের খুলশী থানা এলাকার মোস্তফা আমির (৩৫), আবদুল মান্নান (৩৮), শহীদুল ইসলাম (২৮) ও মো. নাসিম (৫২)। তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে দাবি করেছেন সাংবাদিকদের কাছে। তাঁদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। পরে তাঁরা টাকাগুলো বোমা হামলায় আহত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের দেওয়ার ঘোষণা দেন। পরে পুরস্কার পাওয়া চার ব্যক্তি নাশকতাকারীদের ধরিয়ে দেওয়ার কাহিনি শোনান সাংবাদিকদের। মোস্তফা আমির জানান, ১০ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ১০টায় খুলশী মাস্টার লেন এলাকায় পেট্রলবোমাসহ একজনকে ধরে ফেলেন তিনি।

নিজেকে পাথর ব্যবসায়ী পরিচয় দেন আবদুল মান্নান। তিনি জানান, গত ১৮ জানুয়ারি রাত ১২টার দিকে ডেবারপাড় এলাকায় কবরস্থানে তিনজনকে ককটেলসহ ধরিয়ে দেন তিনি। পুরস্কার পাওয়া আরেকজন শহীদুল ইসলাম। ২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় খুলশী ঝাউতলা ডিজেল কলোনি মাঠ এলাকায় রুবেল নামের এক যুবককে পেট্রলবোমাসহ ধরিয়ে দেন তিনি।

খুলশী ওয়ারলেস কলোনি এলকায় একটি চায়ের দোকানে বসে ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চা খাচ্ছিলেন নাসিম। তিনি বলেন, এ সময় পাশের একটি দোকানে ককটেল বিস্ফোরণ হলে দুই যুবককে দোকান থেকে বের হয়ে আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে মিলন ও মনা নামের দুজনকে ধরে ফেলেন।